প্রথম আলো

তারিখ · 16 · JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

সামর্থ্য সীমিত, স্বপ্ন বিরাট

দনিয়া পাঠাগার

বই পড়ুন

কাজী আলিম-উজ-জামান ●

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সিভিলে শেষ বর্ষে পড়েন আসিফ খান। বাসা শেখদী এলাকায়। একমনে আহমদ ছফা পড়ছিলেন তিনি।

পাঠক কেবল তিনি একা নন। সকালবেলায় বই; পত্রপত্রিকা পড়তে এসেছেন কাজলার খায়রুল এনাম, নূরপুরের আবদুল আহাদসহ অন্তত ১৭-১৮ জন।

দনিয়া পাঠাগার। অবস্থান ঢাকার পূর্বাঞ্চলের দনিয়া এলাকার শাহি মসজিদ রোডে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শনির আখড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে খুব কাছেই। আবার দোলাইরপাড় বাসস্ট্যান্ড থেকেও সহজে যাওয়া যায়।

দনিয়া পাঠাগারে যথেষ্ট না হলেও নিয়মিত পাঠক আছে। বইপত্র পড়া, বাসায় নেওয়া ও ফেরত দেওয়া হয় শৃঙ্খলার সঙ্গে।

মূল ঢাকার তুলনায় পূর্বাঞ্চলের এই অংশটি অপেক্ষাকৃত নিচু। এলাকার কিছু কিছু সড়কে বৃষ্টি হলে তো পানি জমেই, না হলেও জমে। শীতকালেও পানি থাকে কোনো কোনো সড়কে। একে তো তীব্র ঘনবসতি, তার ওপর অসংখ্য স্কুল ও কোচিং সেন্টারের চাপ এখানকার জনজীবনকে দুর্ভোগের চাকায় পিষ্ট করছে প্রতিনিয়ত। এখানকার মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনে দনিয়া পাঠাগার তাই কিছুটা হলেও দম নেওয়ার জায়গা।

যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় ২৭ বছর আগে, ২৮ জুলাই ১৯৮৯-এ। তখন সরকারের ইরি প্রকল্পের অধীনে থাকা এ এলাকায় কেবল বসতবাড়ি তৈরি হচ্ছে। নানা জায়গা থেকে আসা মানুষ তাঁদের আগেই কিনে রাখা জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এখানে আগেই ছিল একাধিক ক্লাব। ছিল না পাঠাগার।

পাঠাগারের সভাপতি মো. শাহনওয়াজ গত ২৯ জুন সকালে পাঠাগারে বসে স্মরণ করেন সে সময়ের কথা, 'এলাকায় ভালো খেলার মাঠ ছিল না। ছিল না ছেলেমেয়েদের সময় কাটানোর ব্যবস্থা। এটা ভেবে আমরা কজন তরুণ গোয়ালবাড়ী মোড়ে একটি টিনের ঘরে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১৫০টি বই সংগ্রহ করা হলো। ১৯৯৪ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমবারের মতো অনুদান মিলল ৩০ হাজার টাকা। কেনা হলো আরও কিছু বই। সংস্কার করা হলো ঘরটি।'

খাসজমির ওপর ছিল পাঠাগারটি। সড়ক সম্প্রসারণের কথা বলে ১৯৯৪ সালে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিকে। প্রচুর বই নষ্ট হয়। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙেনি এখানকার উদ্যোক্তাদের। এলাকায় দিনের পর দিন মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে পাঠাগারটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে গেছেন তাঁরা। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। এর মধ্যে একটি বছর চলে যায়। সব বই তখন বস্তাবন্দী।

অবশেষে ২০০৫ সালে এখানকার বর্ণমালা স্কুলের কাছে ঘর ভাড়া নিয়ে আবার শুরু হলো দনিয়া পাঠাগারের কাজকর্ম। মো. শাহনওয়াজ স্মরণ করেন, একদিন টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে এক মুরব্বি তাঁর হাতে তিন হাজার টাকা গুঁজে দিলেন। এ রকম আরও সুহৃদ আছেন এই পাঠাগারের, যাঁরা বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পাঠাগারটি শাহি মসজিদ রোডের বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয় ২০০৯ সালে।

পাঠাগারটি খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। কার্ডভুক্ত পাঠক ৩১৩ জন। বইয়ের সংখ্যা ৮ হাজার ২৪। এ ছাড়া তিনটি দৈনিক পত্রিকা ও পাঁচটি সাময়িকী রাখা হয়।

কাছের পাঠকেরা যেমন আছেন, তেমনি বাড্ডা, মেরাদিয়া, জালকুড়ি, ডেমরা, কদমতলীসহ দূর-দূরান্তের পাঠকও আসেন নিয়মিত।

এখানকার গ্রন্থাগারিক মনিরুজ্জামান। কোন ধরনের বই পাঠক বেশি পড়েন জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'শুরুর দিকে জনপ্রিয় ধারার বই পাঠকেরা চেয়ে নেন। পরে আগ্রহ দেখি ক্লাসিক্যাল বইয়ের প্রতি।' তিনি বললেন, 'সবচেয়ে বেশি পড়ে অনুবাদের। ড্যান ব্রাউন, মারিও পুজো, রবার্ট লুডলাম, উইলবার স্মিথের বই বেশি পড়ে এখানকার পাঠকেরা।' তাঁর পর্যবেক্ষণ, সরকারি অনুদানের বইগুলোতে পাঠকের সাড়া তুলনামূলক কম।

এই পাঠাগারে মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* বইটির একটি পুরোনো সংস্করণ আছে। বইটি বের করে দেখালেন তিনি।

শুধু পাঠাভ্যাস তৈরি নয়, সংস্কৃতিচর্চায়ও এগিয়ে আছে পাঠাগারটি। বিভিন্ন সময় এখানকার বর্ণ অঙ্কন, রঙের খেলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় এসেছেন আবদুল মতিন (প্রয়াত), আহমদ রফিক, মফিদুল হক, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ইয়াফেস ওসমানের মতো গুণী মানুষেরা।

পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি মো. শাহনওয়াজ সংস্কৃতিজগতেরই মানুষ। মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক তিনি।

প্রতিষ্ঠার ২৭ বছরে এসে দনিয়া পাঠাগার এখন স্থায়ী ঠিকানা চায়। একখণ্ড জমি দেখাও হয়েছে। দামদর নিয়ে আলোচনা শুরু হবে শিগগিরই। এই পাঠাগারের শুরুর দিকের সদস্য, যাঁরা এখন প্রবাসে আছেন এবং যাঁরা দেশে ভালো চাকরি করছেন, তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন সহযোগিতার। সভাপতি শাহনওয়াজের জিজ্ঞাসা, সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠান মানুষের সহায়তায় চলে। তাহলে পাঠাগার কেন চলবে না? তাঁর আকুতি, 'সবাই যদি একটু এগিয়ে আসতেন, আমরা পাঠাগারটির জন্য জমিটুকু ক্রয় করতে পারতাম।'

দনিয়া পাঠাগারে বই, পত্রপত্রিকা পড়ছেন কয়েকজন পাঠক। গত ২৯ জুন সকালে ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো